একাদশ অধ্যায়

বিশ্বাসীর সঙ্গে আলাপ

খ্রীষ্টিয়ান কিছু দূর গিয়ে একটা উঁচু টিলা দেখতে পেল। যাত্রীরা যেন সামনের বস্তু দেখতে পায়, এ জন্য এটা নির্মাণ করা হয়েছিল। ***খ্রীষ্টিয়ান*** উপরে উঠে দেখতে পেল, ***বিশ্বাসী*** নামে একজন আগে আগে যাচ্ছে। সে তাকে জোরে ডেকে বলল, "ও ভাই, দাঁড়াও! আমি তোমার সঙ্গে যাব।" ***বিশ্বাসী*** ফিরে তাকালো। ***খ্রীষ্টিয়ান*** বলল, "আমি যতক্ষণ না আসি, অপেক্ষা কর।" কিন্তু ***বিশ্বাসী*** উত্তর করল, "আমি প্রাণ হাতে করে যাচ্ছি, রক্তের প্রতিশোধদাতা আমাকে তাড়া করে আসছেন" (গণনা. ৩৫:১১, ১২)।

খ্রীষ্টিয়ান তা শুনে একটু ক্ষুব্ধ হল, তবে দ্রুত পা চালিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে তাকে ধরে ফেলল; শুধু তা-ই নয়, তাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল, ফলে "শেষের জন প্রথম" হল। কিন্তু সঙ্গীর আগে গিয়ে গর্বভরে হাসতে লাগল, শেষে অসাবধানবশত এমন উছোট খেয়ে পড়ল যে, যতক্ষণ না ***বিশ্বাসী*** এসে তাকে তুলল, ততক্ষণ ***খ্রীষ্টিয়ান*** উঠতেই পারল না।

পরে স্বপ্নে দেখলাম তারা দু-জনে বন্ধুর মত আনন্দ সহকারে যাত্রাপথের ঘটনা সম্বন্ধে কথা বলতে বলতে চলতে থাকল।

খ্রীষ্টিয়ান— ভাই বিশ্বাসী, তোমার সঙ্গ লাভ করতে পেরেছি, এবং এই সুন্দর পথে বন্ধু হয়ে একসঙ্গে যাবার জন্য ***ঈশ্বর*** আমাদের একমত হতে দিয়েছেন, তাই খুব আনন্দ হচ্ছে।

বিশ্বাসী— বন্ধু, ভেবেছিলাম দেশ থেকেই তোমার সঙ্গে সারা পথ একসঙ্গে আসব; কিন্তু তুমি আমার আগে বেরিয়ে এসেছিলে, তাই এতটা পথ আমাকে একা আসতে হল।

খ্রীষ্টিয়ান— আমার যাত্রার পর তুমি ***ধ্বংস-নগরে*** কতদিন ছিলে?

বিশ্বাসী— যতদিন সম্ভব হয়েছিল, ছিলাম, — কেননা তুমি চলে আসার অল্প দিনের মধ্যেই রটে গিয়েছিল যে, খুব শিগ্‌গির আকাশ থেকে আগুন পড়ে আমাদের নগর ধ্বংস হয়ে যাবে।

খ্রীষ্টিয়ান— তাই নাকি? তোমার পাড়াপড়্‌শিরা এমন কথা বলেছিল?

বিশ্বাসী— হ্যাঁ, কিছুদিন যাবৎ সকলের মুখে কেবল ঐ কথাই ছিল।

খ্রীষ্টিয়ান-----তা হলে, আসন্ন বিনাশ থেকে রক্ষা পেতে আর যে কেউ এল না তোমার সঙ্গে?

বিশ্বাসী— অনেক কথাই হয়েছিল এ সম্বন্ধে, কিন্তু অন্তর দিয়ে কেউ বিশ্বাস করেছিল বলে

মনে হয় না। কারণ অনেককে তোমার ও আমার যাত্রার কথা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে শুনেছি। তারা এই যাত্রাকে খুব দুঃসাহসিক বলে বর্ণনা করত। কিন্তু আমার বিশ্বাস হয়েছিল এবং এখনও বিশ্বাস করি, আমাদের দেশ আকাশ থেকে আগুন পড়ে ধ্বংস হবে, তাই পালিয়ে এসেছি।

খ্রীষ্টিয়ান— আমাদের প্রতিবেশী ***সুখপ্রিয়ের*** বিষয়ে কাউকে কোন কথা বলতে শোননি?

বিশ্বাসী— হ্যাঁ, শুনেছি। সে তোমার সঙ্গে গিয়ে ***নিরাশা-পাঁকে*** পড়েছিল; কিন্তু সে নিজে স্বীকার করত না। তার শরীরে কাদা লেগে থাকা দেখে বোঝা যেত, কথাটা ঠিক।

খ্রীষ্টিয়ান— প্রতিবেশীরা তাকে কী বলেছিল?

বিশ্বাসী— ফিরে যাওয়ার পর সবাই তাকে ঠাট্টা ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে শুরু করেছিল। এখন তাকে প্রায় কেউ কোন কাজ দেয় না। যাত্রা করবার আগের দশা থেকে তার বর্তমান দশা অনেক গুণ বেশি খারাপ।

খ্রীষ্টিয়ান— সে কি! যে-পথ সে ছেড়ে গিয়েছে, প্রতিবেশীরা নিজেরাই যখন সে-পথ ঘৃণা করে, তখন তার উপর এত অত্যাচার কেন?

বিশ্বাসী— তারা বলে, ওর মাথা-খারাপ হয়ে গেছে; কথার কোন ঠিক নেই, ও গোল্লায় যাক! ওর মতির স্থিরতা নেই, ওকে ফাঁসি দাও। মনে হয়, সুপথ ত্যাগ করায় তাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের পাত্র করতে ***ঈশ্বর*** তার শত্রুদেরও তাতিয়ে তুলেছেন (যিরমিয় ২৯:১৮, ১৯)।

খ্রীষ্টিয়ান— আসবার আগে তার সঙ্গে তোমার কোনও কথা হয়নি?

বিশ্বাসী— একদিন পথে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, কিন্তু কোনও কথা হয়নি। সে আমাকে দেখে নিজের কাজের জন্য লজ্জায় মাথা হেঁট করে পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

খ্রীষ্টিয়ান— আমি যখন প্রথম যাত্রা করি, তখন লোকটার উপর ভরসা ছিল, কিন্তু এখন মনে হয়, নগর বিনষ্ট হলে সে-ও মারা পড়বে। তার মৃত্যুতে প্রমাণিত হবে, "কুকুর ফিরে যায় নিজের বমির দিকে, স্নানের পরেও শুয়োর ছোটে কাদায় গড়াগড়ি দিতে" (২পিতর ২:২২), এই প্রবাদ কত সত্যি।

বিশ্বাসী— হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়; যা হবার তা হবে, কে তা রুখবে, বল ভাই?

খ্রীষ্টিয়ান— ভাই বিশ্বাসী, এখন সুখপ্রিয়ের কথা ছেড়ে আমাদের বিষয় আলোচনা করি। পথে আসতে আসতে কি কি ঘটনার মুখোমুখি তোমাকে হতে হয়েছিল বল দেখি? নিশ্চয়ই কিছু না কিছু ঘটেছিল, আর যদি না ঘটে থাকে, তবে তা হবে আশ্চর্য ব্যাপার।

বিশ্বাসী— তুমি যে ***নিরাশা-পাঁকে*** পড়েছিলে, আমি কিন্তু তা থেকে নিরাপদে রক্ষা পেয়ে সংকীর্ণ দ্বারে পৌঁছেছিলাম। এমন সময় ***কাম-লতা*** নামে এক স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়; সে আমাকে প্রায় ফাঁদে ফেলেছিল।

খ্রীষ্টিয়ান— তুমি যে তার মায়াজাল এড়িয়ে আসতে পেরেছ, এ তোমার পরম সৌভাগ্য। একবার ***যোষেফকে*** সে এমন বিপাকে ফেলেছিল যে, বেচারার প্রাণ নিয়ে টানাটানি

পড়েছিল (আদিপুস্তক ৩৯:১১-১৩)। কিন্তু সে তোমার কী করেছিল?

বিশ্বাসী— তুমিও দেখছি, তার বিষয়ে কিছু কিছু জান। কিন্তু সে যে কেমন মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। অসীম সুখের লোভ দেখিয়ে আমাকে ফেরাবার জন্য সে কতই না চেষ্টা করেছিল!

খ্রীষ্টিয়ান— কিন্তু শুচি-সংবেদ রক্ষা করার যে আনন্দ, সে আনন্দের প্রত্যাশা সে নিশ্চয় তোমাকে দেয়নি।

বিশ্বাসী— না, না। সে জগতের ও ইন্দ্রিয়ের সুখই দিতে চেয়েছিল।

খ্রীষ্টিয়ান— ***ঈশ্বর*** তোমাকে তার হাত থেকে রক্ষা করেছেন; সুতরাং *তাঁর* নামের ধন্যবাদ কর। "***প্রভু*** যার প্রতি রুষ্ট, সে সেই খাদে পড়বে" (হিতোপদেশ ২২:১৪)।

বিশ্বাসী— আমি তার হাত থেকে পুরোপুরি রেহাই পেয়েছিলাম কি না, নিশ্চিত করে বলতে পারছি না।

খ্রীষ্টিয়ান— কেন? তুমি নিশ্চয় তার কথা অনুসারে কাজ করনি?

বিশ্বাসী— না, নিজেকে অশুচি করিনি; কারণ আমার মনে পড়ে গিয়েছিল, প্রাচীন এক গ্রন্থে পড়েছিলাম, "তার চরণ ধায় মৃত্যুর দিকে" (হিতোপদেশ ৫:৫)। তাই তার রূপ দেখে পাছে ভুলে যাই, সেজন্য চোখ বন্ধ করেছিলাম (ইয়োব ৩১:১)। সে তাই দেখে আমাকে নানা ভাবে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগল, কিন্তু কোন কথায় কান না দিয়ে সোজা চলে এসেছি।

খ্রীষ্টিয়ান— পথে আর কোনও বিপদে পড়নি?

বিশ্বাসী— হ্যাঁ পড়েছিলাম। ***দুর্গম*** পর্বতের পাদদেশে অতি প্রাচীন একজন লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমাকে দেখে সে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কে? কোথায় যাচ্ছ?" আমি বললাম, "আমি ***স্বর্গপুরীর*** যাত্রী।" সে বলল, "তোমাকে ভাল মানুষ বলে মনে হচ্ছে; আমি যে বেতন দেব, তাতে খুশি হয়ে আমার কাছে থাকতে পারবে?" তখন আমি তার নাম-ধাম জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল, "আমার নাম ***প্রথম আদম, প্রতারণা নগরে*** বাস করি"। — "আদম" শব্দের অর্থ মানুষ; সুতরাং "প্রথম আদম" শব্দের দ্বারা মানুষের স্বাভাবিক মন্দ স্বভাব বোঝায়, বাইবেলে যাকে "পুরাতন মনুষ্য" বলে উল্লেখ করা হয়েছে (ইফিষীয় ৪:২২)। এমন স্বভাবজাত সুখ যথার্থ নয়; এই জন্য বলা হয়েছে, এ লোকটা "প্রতারণা নগরে" বাস করে।

পরে তার ব্যবসা কি, কত বেতন দেবে, সব কিছু জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল, "আমোদ-আহ্লাদ, আর সুখভোগ তার ব্যবসা এবং শেষে পুরস্কার পাবে তার সমস্ত উত্তরাধিকার"।

আমি আরও জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার বাড়ির ব্যবস্থা কেমন, এবং কোন চাকর-বাকর আছে কি না?"

সে বলল, "আমার গৃহ জগতের সবচেয়ে ভাল দ্রব্যে পরিপূর্ণ, এবং চাকর-বাকরেরা সবাই আমার ঔরসজাত"।

তার সন্তান-সন্ততির কথা জিজ্ঞেস করলে সে বলল, "আমার শুধু তিন কন্যা আছে, তাদের নাম ***মাংসের অভিলাষ, চক্ষুর অভিলাষ*** ও ***জীবিকার দর্প*** (১যোহন ২: ১৬);ইচ্ছে করলে তাদের বিয়ে করতে পার।"

আমি আরও জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার কাছে আমাকে কতদিন থাকতে হবে?" সে বলল, "যাবজ্জীবন।"

খ্রীষ্টিয়ান— বুড়োর সঙ্গে শেষে কি রফা হল?

বিশ্বাসী— এমন মিষ্টি কথা শুনে প্রথমে তার সঙ্গে যেতে আমার একটু ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু কথা বলতে বলতে হঠাৎ তার কপালে আমার চোখ পড়ল, দেখি লেখা রয়েছে, "তোমরা 'পুরাতন মনুষ্য'কে তার ক্রিয়াশুদ্ধ ত্যাগ কর।"

খ্রীষ্টিয়ান— তার পর?

বিশ্বাসী— তখনই আমার মনে হল, এ বুড়ো যতই মিষ্টি কথা বলুক, বা যতই খোসামোদ করুক না কেন, একবার যদি বাড়িতে নিয়ে ফেলতে পারে, তা হলে সারাজীবন গোলাম করে রাখবে;তাই আমি বললাম, "আর কথায় কাজ নেই, আমি তোমার বাড়ির ত্রি-সীমানা মাড়াব না।"

তখন সে আমাকে তিরস্কার করে বলল, "দেখ, তোমার পিছনে আমি এমন একজনকে পাঠাচ্ছি, যে সারাপথ তোমাকে জ্বালাতন করবে।"

আমি তার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে আমার পথে চলতে শুরু করলাম; এমন সময় সে আমাকে ধরে এমন হ্যাঁচকা টান মারল যে, মনে হল, যেন খানিকটা মাংস ছিঁড়ে নিল। তখন "হায়, হায়, আমি কি দুর্ভাগা" বলে চিৎকার করে, পর্বতে উঠবার জন্য চলতে লাগলাম (রোমীয় ৭:২৪)।

পর্বতের প্রায় অর্ধেক উঠে একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, একজন লোক আমার দিকে তীরবেগে ছুটে আসছেন;দেখতে দেখতে, যেখানে বসবার বেঞ্চি আছে, সেখানে আমার সঙ্গ ধরলেন।

খ্রীষ্টিয়ান— আমিও সেখানে বসে বিশ্রাম নিতে নিতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম; আর আমার বুকের ভিতরে রাখা এই বইখানা হারিয়ে গিয়েছিল।

বিশ্বাসী— ভাই, আগে আমার কথা শোন। লোকটি আমার কাছে এসেই এমন ঘুসি মারলেন যে, আমি অচেতন হয়ে পড়ে গেলাম। খানিকটা বাদে জ্ঞান ফিরলে জিজ্ঞেস করলাম, "আমাকে এমনভাবে মারলেন কেন?" "***প্রথম আদমের*** দিকে তোমার মনের টান এখনও আছে, তাই মেরেছি" — বলতে বলতে আমার বুকে আবার একটা ঘুসি মারলেন। আবার আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম। অল্পক্ষণ পরে চেতনা ফিরে পেয়ে চেঁচিয়ে তাঁর দয়া প্রার্থনা করলাম। "আমি দয়া করতে জানি না" বলে আর একটা ঘুসি মেরে ফেলে দিলেন।

সেই সময় যদি আর একজন এসে থামতে না বলতেন, তা হলে হয়তো আমাকে মেরেই ফেলতেন।

খ্রীষ্টিয়ান— *যিনি* তাঁকে থামতে বলেছিলেন, ***তিনি*** কে?

বিশ্বাসী— প্রথমে ***তাঁকে*** চিনতে পারিনি;কিন্তু শেষে আমার পাশ দিয়ে যাবার সময় ***তাঁর*** হাত ও কুক্ষিদেশ দেখতে পেয়ে নিশ্চিত হলাম, *তিনি* আমাদের *প্রভু*। তার পর আমি ধীরে ধীরে পাহাড়ে উঠতে থাকলাম।

খ্রীষ্টিয়ান— যে ব্যক্তি তীরবেগে ছুটে এসে তোমাকে ধরেছিলেন, তিনি ***মোশি***। তাঁর কাছে কেউ বাদ যায় না, যারা আজ্ঞা লঙঘন করে, তাদের তিনি দয়া করতে জানেন না। — ঈশ্বর মোশির দ্বারা ব্যবস্থা প্রদান করেছিলেন। ব্যবস্থা দয়া করতে পারে না, কারণ ব্যবস্থা বলে, "যে আজ্ঞা লঙঘন করে, সে শাস্তি পাবে। ব্যবস্থা লঙঘনজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন প্রভু যীশু;তিনি পাপীর প্রতি দয়া করতে পারেন। "মোশির মাধ্যমে প্রদত্ত হয়েছিল ঈশ্বরের ব্যবস্থা, কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে অনুগ্রহ ও সত্য" (যোহন ১:১৭)।

বিশ্বাসী— তা ভাল করে জানি। তাঁর সঙ্গে আমার এই প্রথমবার দেখা নয়; দেশে যখন নির্ভাবনায় বাস করতাম, তখন একদিন তিনি আমার কাছে এসে বলেছিলেন, "যদি এখানে থাক, তোমার ঘর জ্বালিয়ে দেব।"

খ্রীষ্টিয়ান— যে পর্বতের গায়ে ***মোশির*** সঙ্গে তোমার দেখা হয়, সেই পর্বতের চূড়োয় একটা অট্টালিকা আছে, তা বুঝি দেখনি?

বিশ্বাসী— হ্যাঁ, দেখেছি;তা ছাড়া, সদর দরজার কাছে দুটো সিংহও দেখেছিলাম। তখন দুপুর হয়ে গিয়েছে, সিংহ দুটো মনে হয় ঘুমোচ্ছিল। আমি ***দারোয়ানের*** সামনে দিয়ে আস্তে আস্তে পর্বত থেকে নেমে এলাম।

খ্রীষ্টিয়ান— ***দারোয়ান*** বলেছিল, এক জনকে যেতে দেখেছে; কিন্তু ভাই, সেই বাড়িতে একবার গেলে তোমার পক্ষে খুব ভাল হত। সেই বাড়ির বাসিন্দারা তোমাকে এমন সব আশ্চর্য বিষয় দেখাতেন, যা তুমি জীবনে ভুলতে পারতে না। কিন্তু ভাই ***নম্রতা*** উপত্যকায় কারও সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি?

বিশ্বাসী— হ্যাঁ, ***অসন্তোষ*** নামে এক জনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তার কথায় কান দিলে, সে আমাকে তার সঙ্গে ফিরিয়ে নিয়ে যেত। সে বলেছিল, "এ উপত্যকায় পদে পদে অপমান।" আর তুমি যদি মুর্খের মত এ উপত্যকা দিয়ে যাও, তা হলে, ***অহংকার***, ***গর্ব***, ***অভিমান***, ***জাগতিক ঐশ্বর্য*** ইত্যাদি তোমার যে সব বন্ধু-বান্ধব আছে, তারা খুবই অসন্তুষ্ট হবে।

খ্রীষ্টিয়ান— তুমি কী উত্তর দিয়েছিলে?

বিশ্বাসী— আমি বলেছিলাম, "তুমি যাদের নাম করলে, তাদের আমার আত্মীয় বলতে পার। কারণ জাগতিকভাবে তারা আপনজন, এ কথা ঠিক; কিন্তু ***সিয়োনের*** যাত্রী হয়ে আমি তাদের পরিত্যাগ করে এসেছি, তারাও আমাকে আর ডেকে খবর নেয় না। সুতরাং এখন

তাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।" আরও বললাম, "এই উপত্যকার বিষয় যা বলছ, তা ঠিক নয়", কারণ "দম্ভ মানুষের পতন ঘটায় কিন্তু বিনয়ী (নম্র) লোক সম্মানিত হয়" (হিতোপদেশ ২৯:২৩)। তাই তোমার বিবেচনায় যা বাঞ্ছনীয় তা ত্যাগ করে, বরং জ্ঞানবানেরা যা প্রকৃত সম্মানজনক বলে বিবেচনা করেন, তা-ই পাবার জন্য এই উপত্যকা দিয়ে যেতে চাই।

খ্রীষ্টিয়ান— উপত্যকায় কি আর কিছু ঘটেনি?

বিশ্বাসী— হ্যাঁ, ***লজ্জার*** সঙ্গে দেখা হয়েছিল। পথে যত লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে, তাদের মধ্যে ঐ লোকটার নামটা কেমন যেন বিপরীত অর্থবোধক। অন্য সবাই তো খানিকটা তর্কাতর্কি বা বাগ্‌যুদ্ধের পর ক্ষান্ত দিয়েছে, কিন্তু এই বেহায়া ***লজ্জা*** কিছুতেই ক্ষান্ত দিতে চায় না।

খ্রীষ্টিয়ান— তাই নাকি? সে আর কী বলেছিল?

বিশ্বাসী— প্রথমে সে তো ধর্মের নাম শুনেই চটে উঠে বলল, ধর্মে মন দেওয়া নেহাত নগণ্য, নীচ ও তুচ্ছ বিষয়;আর পাপের নাম শুনে বলল, ওটা কাপুরুষের কাজ। আর সাবধান হয়ে কথা বলতে ও কাজ করতে গেলে, অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারজনিত সুখভোগ থেকে বিরত হতে গেলে লোকে হাসবে। সে আরও বলল, "সাহসী, ধনবান ও জ্ঞানবানদের মধ্যে অতি অল্প লোক তোমার পথে হেঁটেছে, এবং তারা হয়তো কারও কথায় মুগ্ধ হয়ে পাগল হয়েছে, তাই অজানা মঙ্গলের আশায় সব কিছুর ক্ষতি স্বীকার করেছে (১করিন্থীয় ১:২৬;৩:১৮; ফিলিপীয় ৩: ৬-৯; যোহন ৭: ৪৮)। অন্য যত লোক ***সিয়োনে*** যাত্রা করেছে, তারা প্রায় সবাই গরিব, ছোট লোক, ও অজ্ঞ, বিশেষত ***প্রাকৃতিক বিদ্যাতে*** মূর্খ।" সে আরও বলল, লোকে যে দুঃখিত মনে বসে চোখের জলে ধর্মের উপদেশ শোনে, আর বিলাপ করতে করতে বাড়ি ফিরে যায়, এ বড়ই লজ্জার বিষয়। প্রতিবেশীর কাছে সামান্য দোষের জন্য ক্ষমা চাওয়া, এবং কারও কোন কিছু চুরি করে আবার ফিরিয়ে দেওয়া ভয়ানক লজ্জার বিষয়।" এ ছাড়াও সে বলল, "ধর্ম গ্রহণ করতে গেলে কতকগুলো সামান্য অপরাধের জন্য (অপরাধগুলোকে সে নিরপরাধ বলে উল্লেখ করল) ধনবান বন্ধুদের ত্যাগ করে ম্লেচ্ছদের সঙ্গে ওঠাবসা ও ভাব জমাতে হয়। সুতরাং ধর্ম চর্চার থেকে মানুষের পক্ষে লজ্জার আর কী আছে?"

খ্রীষ্টিয়ান— তুমি কি উত্তর দিয়েছিলে?

বিশ্বাসী— কি বলব প্রথমে ঠিক করে উঠতে পারিনি। সে আমাকে এমন অপ্রস্তুত করেছিল যে, আমার মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। আমি তো প্রায় হার মেনে বসেছিলাম;কিন্তু শেষে মনে পড়ল, মানুষের চোখে যা প্রশংসনীয় বা উচ্চ, ঈশ্বরের কাছে তা ঘৃণ্য (লুক ১৬:১৫)। আবার ভাবলাম, ***লজ্জা*** আমাকে মানুষের বিষয় বলছে, ***ঈশ্বর*** বা ***তাঁর বাক্যের*** বিষয় বলছে না। আরও ভাবলাম, মহাবিচার দিনে জগতের দাম্ভিকদের আদেশ অনুসারে নয়,

কিন্তু ***যিনি*** সকলের উপরে, ***তাঁর*** বিধান অনুসারে আমাদের নরকে বা স্বর্গে যেতে হবে। তাই স্থির করলাম, ***ঈশ্বর*** যা বলেন, তা-ই ভাল, জগতের সবাই যদি বিরুদ্ধে যায়, তবুও ভাল। ***ঈশ্বর*** ধর্মময়; যারা পাপ করতে ভয় পায়, ঈশ্বর তাদের ভালবাসেন। ***স্বর্গরাজ্যে*** প্রবেশের জন্য যে নিজেকে মূর্খে পরিণত করে, সে-ই প্রকৃত জ্ঞানী; এবং খ্রীষ্টবিদ্বেষী ধনবানের চেয়ে খ্রীষ্টপ্রেমী দীনহীন মহাধনী — এটাই ঠিক কথা; তাই আমি বললাম, "দূর হও ***লজ্জা***, তুমি আমার পরিত্রাণের পথের কন্টক। আমি কি আমার সর্বময় ***অধিকর্তাকে*** তাড়িয়ে দিয়ে তোমাকে বেছে নেব? তা হলে, ***তাঁর*** পুনরাগমনে ***তাঁর*** শ্রীমুখের দিকে তাকাব কী করে? কারণ প্রভু বলেন, "ভ্রষ্টাচার ও পাপকলুষিত এই যুগে আমার জন্য ও আমার উপদেশের জন্য যদি কেউ লজ্জাবোধ করে, তা হলে মানবপুত্র যখন পবিত্র বাহিনীর সঙ্গে তাঁর পিতার মহিমায় ভূষিত হয়ে আর্বিভূত হবেন, তখন তিনিও তাদের জন্য লজ্জাবোধ করবেন" (মার্ক ৮: ৩৮)। আমি যদি এখন ***তাঁর*** পথ ও দাসদের বিষয়ে লজ্জিত হই, তবে কেমন করে *তাঁর* আশীর্বাদ প্রত্যাশা করতে পারি? এই বলে আমি ***লজ্জার*** কাছ থেকে সরে যেতে চেষ্টা করলাম; কিন্তু ভাই সে এমনই নির্লজ্জযে, কোনভাবে তাকে এড়াতে পারলাম না। সে সারাক্ষণ আমার পিছনে লেগে থেকে ধর্মাচরণ সম্বন্ধে কোন না কোন খুঁত বার করে কানের কাছে ফুস্‌ফুস্ করতে লাগল। শেষে আমি তাকে স্পষ্ট বলে দিলাম, "তোমার এত সব চেষ্টা বৃথা, কারণ তুমি যা কিছু তুচ্ছ বলে মনে কর, আমার কাছে তা-ই মহাধন।" এইভাবে কোন রকমে ***লজ্জার*** হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলাম। তার পর গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চললাম —

যাত্রী যেজন ওরে,
জগতজোড়া দুঃখ তোরে, রাখবে ঘিরে।
ব্যথা-বেদনের কঠিনতা দিয়ে, নোয়াতে তোরে।
এমন আঘাত হানবে পরাজয়,
মরণ জাগি দাঁড়াবে দুর্জয়,
যাত্রীজন তরে।
তবুও যাত্রীজন ওরে,
নিত্য জাগিয়া রও অশ্রুনীরে,
ব্যথা-বেদনের বিহ্বলতা তীরে,
রুখে দাঁড়াও বিশ্বাস ভরে,
নিশ্চিত, যাবে ওপারে।

খ্রীষ্টিয়ান— ভাই, শুনে খুব আনন্দ হল যে, তুমি সাহস করে দুষ্টের প্রতিরোধ করেছিলে। তার নামটা সত্যিই তার কাজের বা তার স্বভাবের বিপরীত, তা না হলে পথে আমাদের পিছনে পিছনে এসে লোকের কাছে আমাদের লজ্জাস্পদ করতে ও প্রত্যাশিত উত্তম বিষয়ে

আমাদেরই লজ্জা জন্মাতে চেষ্টা করত না। নেহাৎ নির্লজ্জবলে সে এমন কাজ করেছে। যা হোক, আমরাও তার প্রতিরোধ করব; কারণ সে বড়াই করে কেবল মূর্খদের উঁচুতে তুলে ধরতে চেষ্টা করে। জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ রাজা শলোমন বলেছেন, "জ্ঞানীরা হবে গৌরবের অধিকারী, কিন্তু অবমাননাই হবে নির্বোধের ভূষণ" (হিতোপদেশ ৩:৩৫)।

বিশ্বাসী— ***যিনি*** চান আমরা সত্যের পথে নির্ভীক হই, ***লজ্জার*** হাত থেকে রক্ষা পেতে, এস *তাঁর* কাছে প্রার্থনা করি।

খ্রীষ্টিয়ান— তুমি ঠিক বলেছ, এস তা-ই করি। আচ্ছা ভাই, উপত্যকায় আর কারও সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি?

বিশ্বাসী— না, আর কাউকে দেখতে পাইনি; কারণ আমি দিনের আলোতে উপত্যকার বাকি পথ, এবং ***মৃত্যুচ্ছায়া*** উপত্যকারও শেষ পর্যন্ত এসেছিলাম।

খ্রীষ্টিয়ান— তা তোমার পক্ষে ভালই হয়েছিল; কিন্তু আমার বেলায় সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনা ঘটেছিল। উপত্যকায় পা দিতে না দিতে পাপাত্মা ***আপল্লুয়োনের*** সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ হয়েছিল, তাই দেরি হয়ে গিয়েছিল। আর সে যখন আমাকে পিষে মেরে ফেলবার জন্য নিচে ফেলে দিয়ে চেপে ধরেছিল, তখন মনে হয়েছিল, এ বার বোধহয় প্রাণ গেল, হাতের তরোয়ালটাও ছিটকে পড়ে গিয়েছিল। ***আপল্লুয়োন*** তখন বলল, "এ বার যাবি কোথায়? তোকে একেবারে শেষ করে দেব।" কিন্তু আমার বিনতি ও প্রার্থনা শুনে ***ঈশ্বর*** আমাকে অসুরটার হাত থেকে উদ্ধার করলেন। যখন ***মৃত্যুচ্ছায়া*** উপত্যকায় এলাম, তখন রাত হয়ে গেছে। অর্ধেকটা পথ আমাকে অন্ধকারে চলতে হয়েছিল, প্রতি মুহূর্তে মনে ভয় হচ্ছিল, এই বুঝি প্রাণ গেল। কিন্তু শেষে সকাল হওয়াতে বাকি পথ দিনের আলোতে স্বচ্ছন্দে এসেছি।